গণশুনানি নিয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি নেতৃত্বের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ গণশুনানির সভাতে যাওয়া নিয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলল বিজেপি। গত ২৭ আগস্ট পুরুলিয়ার জয়পুর থানার ঘাঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন নিয়ে অশান্তির জেরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। তখন গুলিবিদ্ধ হয়ে স্থানীয় ঘাঘরা গ্রামের নিরঞ্জন গোপ ও ছটকা গ্রামের দামোদর মণ্ডল নামে দুই বিজেপি কর্মী মারা যান। বিজেপি পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ তুললেও সেদিন কে বা কারা গুলি চালিয়েছিল তা আজও স্পষ্ট হয়নি। তখন থেকেই ঘটনাটির উচ্চ পর্যায়ের পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। সেই বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষের মতামত জানতে পুলিশের তরফে বৃহস্পতিবার জয়পুর ব্লকে গণশুনানি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই সভার ধারে পাশে তাদের কোনও নেতা, কর্মী ও সমর্থক এমনকি মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়দেরও ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। জয়পুরের বিজেপি নেতা তথা দলের জেলা কমিটির সদস্য শঙ্কর নারায়ণ সিংহদেও এদিন তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, গত ২৭ আগস্ট ঘাঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বোর্ড গঠনের সময় ঝামেলাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এদিন জয়পুর ব্লকে গণ শুনানির ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ প্রশাসন। সেই বিষয়ে গত ২৫ তারিখ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। সেই মতো এদিন বিজেপি দলের নেতা, কর্মী এবং সমর্থকরা গণশুনানিতে যেতে চাইলে রাস্তায় পুলিশ তাদের পথ আটকে দেয় বলে তাঁর অভিযোগ। শঙ্কর নারায়ণবাবু বলেন, বাধা না মেনে অন্য রাস্তা দিয়ে কিছু লোক ব্লক অফিসে পৌঁছালেও পুলিশ আধিকারিকরা তাদের ব্লকের গেটের বাইরে আটকে দেয়। তিনি আরও বলেন, জয়পুর থানার আইসি'র নেতৃত্বে বিজেপি নেতা কর্মীদের গণ শুনানিতে যেতে না দেওয়া হলেও তৃণমূলের লোকদের সেই সভায় সাদরে স্থান দেওয়া হয়। ফলে তিনি এবং বিজেপি দলের অন্য নেতারা মনে করেন, গণশুনানির সভাকে প্রহসনে পরিণত করেছে পুলিশ প্রশাসন। এদিনের ওই গণশুনানি সভাকে বাতিল করে পুনরায় ঘাঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতে গণশুনানি সভা করার লিখিত আবেদন জানিয়েছেন এলাকাবাসী। যদিও বিজেপি'র অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ প্রশাসনের কোনো আধিকারিক এই বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য করতে চাননি।

বিষ্ণুপুর রাজবাড়িতে বড়, মেজো, ছোট ঠাকুরাণী পূজিতা হন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ দুর্গা অষ্টমীর দু'সপ্তাহ আগেই বুধবার সকালে দেবী বড় ঠাকুরাণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুর রাজবাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুজো শুরু হল। হাজার বছরেরও বেশি পুরানো ওই দুর্গাপুজোয় ইতিহাসের ছোঁয়া থাকায় তা নিয়ে এদিন বিষ্ণুপুরের নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। অবশ্য পুজোর আনুষ্ঠানিক আচার মঙ্গলবার জিতাষ্টমীর দিন থেকেই শুরু হয়েছে। ওইদিন রাজবাড়ির মৃন্ময়ী মন্দিরে বেলবরণ অনুষ্ঠান হয়েছে। তবে বুধবার মন্দিরে দেবী বড়ঠাকুরাণীর আগমন বার্তাকে কেন্দ্র করে তিন দফায় মোট ন'টি কামান দাগা হয়। তা দেখতে উৎসাহীদের ভিড় জমে। একই সঙ্গে তোপধ্বনির জোরালো আওয়াজ গোটা বিষ্ণুপুর শহর কাঁপিয়ে দেওয়ায় নাগরিকদের মন এদিন থেকেই পুজোর আবেশে ভরে যায়। রাজবাড়ির পুজো এবারে ১ হাজার ২১ বছরে পড়ল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ পরিবারের সদস্য সলিল সিংহঠাকুর বলেন, আগেকার জৌলুস এখন না থাকলেও প্রচলিত পুজোর আচার অনুষ্ঠান একেবারে তিথি নক্ষত্র মেনে পালন করা হয়। এখানে দেবী দুর্গা তিনটি রূপে পূজিতা হন। বড়ঠাকুরাণী মা কালী, মেজো ঠাকুরাণী সরস্বতী রূপে এবং ছোটো ঠাকুরাণী লক্ষ্মীরূপে পূজিতা হন। পটের বড়ঠাকুরাণী মঙ্গলবার মূল মৃন্ময়ী মন্দিরে প্রবেশ করেন। মহালয়ার পরের দিন মেজো ঠাকুরাণী একইভাবে পুজো ও শুদ্ধাচারের পর মন্দিরে প্রবেশ করবেন এবং সপ্তমীতে দেবী ছোটো ঠাকুরাণী প্রবেশ করবেন। কথিত আছে, ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৯তম মল্লরাজ জগৎ মল্ল কুলদেবী মৃন্ময়ীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গঙ্গামাটির সেই বিগ্রহ আজও অক্ষত রয়েছে। সেই দেবী মূর্তিকেই পুজো করা হয়। তবে প্রাচীনকাল থেকেই রাজবাড়িতে পটপুজো প্রচলিত রয়েছে। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ির কুলপুরোহিত তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, রাজবাড়ির পুজো হয় নিজস্ব বলি নারায়ণী পদ্ধতিতে। সেই সময়ের হাতে লেখা পুঁথি আজও অমলিন। যা পাঠ করেই সম্পূর্ণ করা হয় মল্লরাজ পরিবারের পুজো। প্রথা অনুযায়ী মঙ্গলবার জিতাষ্টমীর দিন বিকালে বেলবরণ অনুষ্ঠান হয়েছে। ওইদিন দেবী সারারাত বেলগাছে ছিলেন। বুধবার সকালে স্থানীয় গোপালসায়রে স্নান করানোর পর পটের দেবী বড়ঠাকুরাণীকে মন্ত্রের মাধ্যমে শুদ্ধাচারের পর মৃন্ময়ী মন্দিরে প্রবেশ করানো হয়। রাজবাড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগেকার দিনে ঘটে পটে পুজো হত। তখনও মূর্তিপুজো প্রচলন হয়নি। তৎকালীন মল্লরাজাদের প্রধান সেনাবাহিনীর মধ্যে একজন ছবি আঁকতে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর আঁকা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে রাজপরিবারের পুজোয় তাঁকে পট আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি এবং পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরেরা একইভাবে রাজবাড়ির পুজোয় পটের দেবী আঁকেন। তাঁদের মধ্যে শীতল ফৌজদার বলেন, বিষ্ণুপুর রাজবাড়ি ছাড়াও শহরের বেশ কয়েকটি বাড়িতে এখনও পটে আঁকা দেবীর পুজো হয়। কলকাতার বড়বাজারেও এক ব্যক্তির বাড়িতে পটের পুজো হয়। আমি তা তৈরি করি। বাঁশ অথবা চৌদালের কাঠামোর উপর নতুন কাপড় সেঁটে তাতে খড়ি মাটির প্রলেপ দিয়ে পট তৈরি করা হয়। তার পর বেলআঠা ও তেঁতুল বীজের মিশ্রণে বিভিন্ন রং ব্যবহার করে পটের উপর ছবি আঁকা হয়।

ইন্দাসে মিডলস্ রুবেলা টীকাকরণ বিষয়ে কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আয়োজনে মিডলস্ রুবেল টীকাকরণ (এম.আর.ভি.সি)-এ এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সংহতি ভবনে ২টি ধাপে এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে বেলা ১২টা থেকে ১-৩০ মিঃ এবং ২য় ধাপে ২টা থেকে ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত সভাটি চলে। ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন ইন্দাস ও ইন্দাস পূর্ব চক্রের সমস্ত প্রাথমিক শিশুশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ। বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন ইন্দাস বিডিও মানসী ভদ্র, সভাপতি ফরিদা খাতুন, বিএমওএইচ ডাঃ কৌশিক পাণ্ডা এবং ডাঃ বিশ্বাস, পাবলিক হেলথ্ নার্স প্রতিমা কোনার প্রমুখ বাক্তিগণ। এম আর ভ্যাকসিন-এর প্রতিষেধক ক্ষমতা নিয়ে এবং অসুখটির লক্ষণ ও অসুবিধা বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

প্রত্যন্ত এলাকায় সচেতন করতে স্কুলগুলির মাধ্যমে তথা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই আগামী নভেম্বর/ডিসেম্বর থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে বলে জানালেন ইন্দাস বিএমওএইচ ডাঃ কৌশিক পাণ্ডা। এই কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সংযুক্ত করা হবে বলে জানানো হয়। কর্মসূচিতে সার্কেল লেবেলে ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। ইন্দাস চক্র সম্পদের এস.আই সোমনাথ দাস জানালেন, এই দিনই 'ভাইস' -এর প্রশিক্ষণও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি ছিল খুবই আশাপূর্ণ।

উমাকে নিয়ে মেতেছেন কান্দির পুরোহিতরা, জোরকদমে চলছে পুরোহিত প্রশিক্ষণ শিবির

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ ওনাদের কারোর নাম চণ্ডিচরণ হালদার (সম্পাদক, কান্দি পুরোহিত কল্যাণ সমিতি), তো কারোর নাম নমীয় ভট্টাচার্য (প্রশিক্ষক) ও জীবেশ অধিকারী (প্রশিক্ষণ নিতে আসা ব্রাহ্মণ)। আবার কেউ করেন সরকারি চাকরি, আবার কেউ হাসপাতালের কর্মী। কেউ বা আছেন ব্লকের কর্মী বা কেউ শিক্ষক। শুধুমাত্র পুজোকে ভালোবেসে সঠিক মন্ত্র উচ্চারণ থেকে পুজো পাঠ, অঞ্জলী দেওয়া এবং হোমযজ্ঞ কিভাবে করতে হবে তার সঠিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন তাঁরা। আর যে যেমন পুজোর কাজ করতে পারবেন তাঁদের কদর বেশি হবে। তাই ওনারাও এখন ব্যস্ত শেষ প্রস্তুতিতে। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমায় ২৫টি সার্বজনীন পুজোর পাশাপাশি প্রায় ১৫টি পারিবারিক দুর্গা পুজো হয়। এছাড়াও কান্দি মহকুমার সালার, ভরতপুর, খড়গ্রাম ও বড়ঞাতে সব মিলিয়ে প্রায় শতাধিক পুজো হয়। পুজো নিয়ে কান্দির পরই বড়ঞা থানার স্থান।

সব মিলিয়ে দুর্গা পুজোয় কান্দি মহকুমার মানুষ বেশ আনন্দ করেন পুজোর দিনগুলিতে। চণ্ডিচরণ হালদার জানিয়েছেন, সামনেই দুর্গাপুজো। হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন বাকি। আর বাঙালিদের সব থেকে বড় উৎসব এই দুর্গাপুজো। তবে তার অন্যতম দিক হচ্ছে পুরোহিত অর্থাৎ যে করবেন এই দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোয় সঠিক মন্ত্রোচ্চারণ সহ পুজাপাঠ দিতে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে চলছে পুরোহিত প্রশিক্ষণ শিবির। কান্দি পুরোহিত কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় কান্দির দোহালিয়ায় চলছে এই পুরোহিত প্রশিক্ষণ শিবির। প্রায় ৭০ জনেরও বেশি পুরোহিত দৈনিক এই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

দৈনিক চণ্ডিপাঠ থেকে পুজো আচমন এবং বিভিন্ন পুজোক্রিয়ার প্রশিক্ষণ চলছে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জেলার প্রবীণ পণ্ডিত থেকে শুরু করে পুরোহিত সহ অনেকেই। এই প্রশিক্ষণ পেয়ে খুশি সকল ব্রাহ্মণই। দেবী দশভূজার আগমনীতে পুরোহিত পুজো একটা অন্যতম বিষয়। শুধু সাবেকি থিম বা পুজো দেখা নয়, এতে পুরোহিতদেরও গুরুত্ব যে অপরিসীম তার কোনও দাবি রাখে না। তাই পুরোহিতদের সঠিক প্রশিক্ষণ চলছে কান্দি পুরোহিত কল্যাণ সমিতি উদ্যোগে।

সভাপতি ও সহসভাপতিকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফরিদা খাতুন ও সহ-সভাপতি সুব্রত হাজরাকে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল শিক্ষক সমিতির ইন্দাস শাখা সংগঠনের (মাধ্যমিক) পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সম্বর্ধনা দেন সংগঠনের পক্ষে রোল চৌধুরী মহম্মদ তৈয়ব ইনস্টিটিউশনের সহ-প্রধান শিক্ষক সুব্রত ঘোষাল এবং ছোট গোবিন্দপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ড: প্রসেনজিৎ সরকার। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে আব্দুল গফফর, সমাজসেবী দীপক দলুই এবং সাহসপুর, মঙ্গলপুর ও দীঘলগ্রাম জিপির প্রধান যথাক্রমে সুপর্ণা ঘোষ, পলি পণ্ডিত পাখিরা ও সোনামণি রায় প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ছড়া—লোক সাহিত্যের আকাশে নব সূর্যোদয়

ড: প্রসেনজিৎ সরকার

বাংলা লোক সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান বিভাগ হল 'লোক সাহিত্য'। লোক অর্থাৎ 'জন' বা মানুষ। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সাহিত্য' হল --- সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে ভাবে, ভাষায় ভাষায়, গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে, মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। সুতরাং সাহিত্য লোক জীবনের সংযোজক মাধ্যম স্বরূপ। যে-কোনো সমাজ সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান উপাদানই হল—সাহিত্য। আর লোক সাহিত্য একটি বিশেষ শ্রেণির সংস্কৃতির প্রকাশ। লোকসাহিত্য লোক-মুখে প্রচারিত, লোক-শ্রুতিতে গৃহীত ও লোক স্মৃতিতে রক্ষিত হয়। লোক-সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয় যে, এটি অলিখিত সাহিত্য। তবে বর্তমান সমাজ প্রগতির পরিবর্তনের ধারায় লোক সাহিত্য লিখিত রূপেও আত্মপ্রকাশ করেছে।

লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা হল—'ছড়া'। ছড়া সর্বকালের আদিম কবিতার বীজ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ ছড়ার অর্থ করেছেন --- গ্রাম্য কবিতা। মধ্যযুগীয় সাধারণ জনজীবনে ছড়া নারী ও পুরুষ সমাজে সমভাবে প্রচলিত ছিল। ছড়াকে বলা হয় গানের মধ্যে ছড়ানো আর পরপর প্রথিত। ছড়ার সহজ সরল ভাববন্ধনি ও সুরের আবেদন চিরন্তন। মানুষ তার বক্তব্যকে ছন্দ ও সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়েই ছড়ার জন্ম দেয়। তারপর জন থেকে জন সমশ্রির মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। ছড়ার মধ্যে অল্প কথায় অনেক কথা বলার প্রবণতা আছে। ছড়ার রচনাভঙ্গির মধ্যে নমনীয়তা থাকায় সমাজের সর্বক্ষেত্রে সব বয়সের মানুষের কাছেই তা সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আর এই গ্রহণযোগ্যতার জন্যই পরিবর্তনশীল যুগ-পরিবেশ ও সমাজ মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ছড়াও পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম শিক্ষিত সমাজে ছড়াকে তুলে ধরতে প্রয়াসী

হন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু কবির বহু ছড়া সংকলিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়াকে 'ক্যালিডোস্কোপের' সাথে তুলনা করেছেন।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বংশানুক্রমিক সংস্কার ও ধারাবাহিকতা থেকে যে লৌকিক ছড়ার ঝর্ণাধারা সৃষ্টি হয়েছিল কালক্রমে বিবর্তনের নিয়ম মেনে ও কবিমনের সুনিবিড় সাধনায় তা সাহিত্যিক ছড়ার নদী প্রবাহে পরিণত হয়। সাহিত্যিক ছড়া সৃষ্টির নেপথ্যে প্রতিভার সচেতন প্রয়াস কার্যকরী হলেও ছোটোবেলাকার শোনা লৌকিক ছড়ার অনুপ্রেরণাতেই যে তার সৃষ্টি --- একথা অনস্বীকার্য। এখনকার ছড়া 'ঘুমপাড়ানি'-র রাজ্য ছাড়িয়ে ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্রের সমস্যা, জাতীয় সংহতি, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ভোট ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। আধুনিক কালে সাহিত্যিক ছড়ার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানবপ্রেমিক পথ প্রদর্শক শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নাম পরম শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণযোগ্য।

অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সংযোগ-স্থাপনকারী শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহিত্যিক ছড়াগুলির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য বিশাল। জীবনের প্রয়োজনীয় সকল দিকেই যে তাঁর নজর ছিল, তা বোঝা যায় তা ঠাকুরের সৃষ্ট ছড়াগুলির দিকে তাকালে। স্বাস্থ্য, সদাচার, আদর্শ, শিক্ষা, লোকচরিত্রে, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজ, পুরুষ ও নারী বিবাহ, দাম্পত্যজীবন, ব্যবসা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, ভক্তি, প্রবৃত্তি, অনুরাগ, ধর্ম, সাধনা, কর্ম, চরিত্র, অসৎ নিরোধ, বিধি, প্রবৃত্তি, আর্যকৃষ্টি, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই তাঁর মহান বাণী ছড়ার আকারে পরিবেশিত।

ক্রমশ

নার্সিং কোর্স নিয়ে চিন্তিত ?
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য
Direct Nursing Admission – 2018
(Recognized by I.N.C/K.N.C/R.G.U.H.S, Bangalore)
Educational Qualification : 10th/12th Pass
(Arts/Science/Vocational/Commerce)
• G.N.M : 3 Years
• B. Sc. : 4 Years
Admission Contact :- 8073172973

SEX সমস্যায় হারবাল চিকিৎসা
মহিলা ও পুরুষের স্বাস্থ্য সমস্যা, চেহারায় লাবণ্য, চুল পড়ার সমস্যা (১৪ দিনে গ্যারেন্টিসহ পরিবর্তন)।
ডাঃ এন.কে.রায় মোঃ- 9433276106
মদ ছাড়ানোর ঔষধ পাইকারী দামে পাওয়া যায়। গোপনে মদের নেশা ছাড়ান (১০ দিনে পরিবর্তন)
কলিকাতা (দমদম), তারামবাগ, উদয়নারায়ণপুর, হেড়িয়া, শ্যামপুর।
যোগাযোগ ঃ- 9433156731, 7501330207